যুগান্তর

6 MAY 2017

কুমিল্লা বোর্ডের ফল বিপর্যয়

কর্মকর্তা ও শিক্ষকের অদক্ষতাতেই ধস

আবুল খায়ের, কুমিল্লা ব্যুরো

এ বছরের এসএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ফল বিপর্যয়ে চরম সমালোচনার মুখে পড়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে চায়ের টেবিল, পড়ার টেবিল থেকে স্কুল— সবখানেই এ নিয়ে ঝড় বইছে। অভিভাবক-শিক্ষার্থীরা যেমন

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হতাশ ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, তেমনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তোপের মুখে পড়েছেন বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল খালেকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও।

তবে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ফল বিপর্যয়ের দায় শিক্ষার্থীদের ওপর চাপাতে ব্যস্ত। বিপরীতে শিক্ষক, অভিভাবক ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার লোকজন বলছেন— কয়েকটি কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- বোর্ডের অদক্ষ কর্মকর্তা ও সৃজনশীলে অপরিপক্ব শিক্ষকের পরামর্শে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, কথিত মডেল উত্তরপত্র সরবরাহ করে অদক্ষ পরীক্ষকদের দিয়েই কড়াকড়িভাবে খাতা মূল্যায়নের নির্দেশনা ইত্যাদি।

প্রকাশিত ফলে দেখা গেছে, সারা দেশে গড় পাসের হার ৮০ শতাংশের বেশি হলেও কুমিল্লায় তা ৫৯ দশমিক ০৩ শতাংশ। ১ লাখ ৮২ হাজার ৯৭৯ পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১ লাখ ৮ হাজার ১১ জন। ফেল করেছে ৭৪ হাজার ৯৬৮ জন। এর মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষার্থীই ফেল করেছে গণিত ও ইংরেজি বা দুটিতেই। গত বছরের চেয়ে ২৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ শিক্ষার্থী এবার কম পাস করেছে। কমেছে জিপিএ-৫ ও শতভাগ পাস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও। শহরের খ্যাতনামা স্কুলে যেমন পাসের হার কমেছে, তেমনি প্রত্যন্ত এলাকার অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই গড় পাসের হার ৩০ শতাংশের নিচে নেমেছে।

সৃজনশীল, গণিত, ইংরেজি আর খাতা দেখায় কড়াকড়ি বড় কারণ

ভয় দেখিয়ে পরীক্ষকদের নম্বর কমাতে বাধ্য করার অভিযোগ

ফল বিপর্যয়ের কারণ প্রসঙ্গে নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রোকসানা ফেরদৌস মজুমদার জানান, কঠিন সৃজনশীল প্রশ্নপত্র, সৃজনশীল বিষয়ে দক্ষ শিক্ষকের অভাব এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রশ্নপত্র বিষয়ে মেধা কম থাকায় ফল বিপর্যয় ঘটেছে।

পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. তফাজ্জল হোসেন বলেন, বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশ্নপত্র তৈরি কিংবা মাঠপর্যায়ে সৃজনশীল বিষয়ে সমস্যা নিয়ে শিক্ষকদের মতামত নেয় না। পছন্দের স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রশ্ন নিয়ে ইচ্ছেমতো প্রশ্ন প্রণয়ন করে। এ ছাড়া বোর্ড থেকে এ বছর মডেল উত্তরপত্র পরীক্ষকদের কাছে সরবরাহ করায় মাঠপর্যায়ে খাতা মূল্যায়নে জটিলতা সৃষ্টি হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক পরীক্ষক জানান, খাতা মূল্যায়নে আমাদের কাছে যে ধরনের উত্তরপত্র নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয়েছে, তাতেই পরীক্ষকরা সমস্যায় পড়েছেন। ওই উত্তরপত্র অনুসারে খাতা দেখতে কঠোর হুশিয়ারি দেয়া হয়। এতে শিক্ষকদের স্বাতন্ত্র্যতার ওপর মানসিক চাপ পড়ে। কোনো কোনো পরীক্ষকের খাতা প্রধান পরীক্ষকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভয় দেখিয়ে নম্বর কমিয়ে ফেলতে বাধ্য করে। এসব কারণে ফলে বিপর্যয় ঘটে। অনেক পরীক্ষক ফল বিপর্যয়ের জন্য বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল খালেক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ ও উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সহিদুল ইসলামের অদক্ষতাকেই দায়ী করেছেন।

একাধিক পরীক্ষক বলেন, গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে দক্ষ ও সৃজনশীল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংকট, প্রশ্নপত্র প্রণয়নে দূরদর্শিতার অভাব, পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের কিছু কিছু এলাকায় অতি বাড়াবাড়িও ফল বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।

এ ফল বিপর্যয়কে অস্বাভাবিক মন্তব্য করে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) কুমিল্লা শাখার সভাপতি আলী আকবর মাসুম জানান, শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা উচিত। খাতা মূল্যায়নের নির্দেশিকা, প্রধান পরীক্ষক ও বোর্ড কর্তৃপক্ষের ভূমিকা এবং মাঠপর্যায়ে খাতা মূল্যায়নকারী সৃজনশীল বিষয়ে অদক্ষ পরীক্ষকের কারণে শিক্ষার্থীরা কেন খেসারত দেবে— এটা এখনই অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ জানান, এবারের পরীক্ষা গ্রহণে কঠোর নজরদারি ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা যথাযথ অনুসরণের কারণে রেজাল্টে প্রভাব পড়েছে। এ বিষয়ে কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল খালেক জানান, ইংরেজি ও গণিতে যেসব বিদ্যালয় খারাপ ফল করেছে, তাদের চিঠি দেয়াসহ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদেও ডেকে মতামত চাওয়া হবে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বহীনতার নমুনা : পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদের দায়িত্বশীলতা নিয়েও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তোলপাড় চলছে। বৃহস্পতিবার পরীক্ষার ফল প্রকাশের নোটিশে তিনি লেখেন 'আজ ৪ মে, ২০১৬ বেলা ২:০০টায় প্রকাশ করা হলো'। কায়সার আহমেদ স্বাক্ষরিত ফল পরিসংখ্যানের ওই শিটই (বই) বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ কর্মকর্তারা শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের দফতরে পৌঁছে দেন। পরে যা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওই শিট পাঠানো হয় গণমাধ্যমেও। এ বিষয়ে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান বলেন, 'ফলাফল শিট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না দেখে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সরবরাহ করেছেন এমন কথা বলা যাবে না। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও যদি এমন হয় তাহলে বোর্ডের স্বাভাবিক কাজকর্ম কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়।' নাম প্রকাশ না করে বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী কক্ষে বসে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ধূমপান, আগত শিক্ষকদের সঙ্গে রূঢ় ও অশালীন আচরণ নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এসব বিষয়ে জানতে চাইলে শুক্রবার সন্ধ্যায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ মোবাইল ফোনে যুগান্তরকে বলেন, 'পরিসংখ্যান শিটে ভুলবশত ২০১৭-এর স্থলে ২০১৬ হয়েছে। ফল প্রকাশের পর বিকাল ৪টার দিকে এক ব্যক্তি বিষয়টি আমার নজরে আনে, এটি অসাবধানতাজনিত মুদ্রণ ত্রুটি। আর আমার বিরুদ্ধে অশালীন আচরণের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।'